



জাতীয় চোলাভোষন স্কুল। বিতর্ক
পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ১৯৯৩ এবং ১৯৯৪

বৃহস্পতিবার টেলিভিশন ভবনে জাতীয় টেলিভিশন স্কুল বিতর্ক প্রতিযোগিতা-১৯৯৩ এবং ১৯৯৪-এর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের সাথে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া।

টিভি স্কুল বিতর্ক প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ

ভবিষ্যতে নেতৃত্ব দেবার জন্য তরুণদের জ্ঞানার্জন করতে হবে : প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বৃহস্পতি, বিতর্ক প্রতিযোগিতা জ্ঞান আহরণে সহায়ক হুমুকা পান।
করতে পারেন। তিনি বলেন, এই ধরনের প্রতিযোগিতা
ভবিষ্যতে সফল ক্ষেত্রে দেশের নেতৃত্ব গ্রহণ
নিজদের প্রভুত করার জন্য তরুণদের সহায়তা
করবে।

প্রধানমন্ত্রী বৃহস্পতিবার রামপুরা টেলিভিশন
কেন্দ্রের মিলনায়তনে ১৯৯৩ ও ১৯৯৪ সালের
টেলিভিশন জাতীয় স্কুল বিতর্ক প্রতিযোগিতার
পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছিলেন। তিনি
বলেন, তরুণদের ভবিষ্যতে দেশের নেতৃত্ব গ্রহণের
জ্ঞান জ্ঞানার্জনের কোন বিকল্প নেই।
বেগম খালেদা জিয়া বলেন, বিতর্ক প্রতি-
যোগিতার চর্চা যতবেগী হবে জ্ঞানও অধিকার থেকে
জ্ঞানের ক্ষেত্রে ততবেগী অংশে করবেন। তিনি বলেন,
বিতর্কের চর্চা, একটি বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন সমাজ প্রতি-
ষ্ঠায় সহায়তা করতে পারবে। এর আগে প্রধানমন্ত্রী
টেলিভিশন ভবনে গৌহাটে তথ্য ও বাণিজ্যমন্ত্রী এর
সাময়িক ইনসাম থেকে অজ্ঞান জ্ঞান।
প্রধানমন্ত্রী টেলিভিশন জাতীয় স্কুল প্রতিযোগিতার
বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন। ১৯৯৪
সালের জন্য চতুর্থোমের বিএএফ, শাহীন স্কুল
চ্যাম্পিয়নশীপ ট্রফি এবং ঢাকার মলিকান স্কুল ও
কলকাতা রানান-আপ ট্রফি লাভ করেছিল। ১৯৯৩
সালের জন্য ঢাকার সরকারী গ্যাবরেটস স্কুল
চ্যাম্পিয়ন এবং কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট কলেজ রানানশীপ
প্রদান করা হয়।
প্রধানমন্ত্রী টেলিভিশন জাতীয় স্কুল বিতর্ক
প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের অভিনন্দন জানান। ১৯৯২
সাল থেকে এই প্রতিযোগিতা শুরু হয়।
বৃহস্পতিবার দেওয়টার এই অনুষ্ঠানে সরকারি
সম্মতির করা হয়। মন্ত্রিসভা শিক্ষাবিদ,
অভিযুক্ত এবং ছাত্র-ছাত্রীরা অনুষ্ঠানে অংশ নেন।
তথ্য ও বাণিজ্যমন্ত্রী এর সাময়িক ইনসাম, তথ্য সচিব
সৈয়দ হাসিনা উল মুন্সক, টেলিভিশনের মহা-
পরিচালক হিসাবলত আহমেদ এবং ঢাকা টেলিভিশন
কেন্দ্রের মহাব্যবস্থাপক মোহাম্মদ রহমানও
অনুষ্ঠানে বক্তব্য করেন।
প্রধানমন্ত্রী বলেন, শহীদ বোকাউজি জিয়াউর
রহমান ১৯৭৬ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-
ছাত্রীদের জন্য জাতীয় টেলিভিশন বিতর্ক প্রতি-
যোগিতার প্রবর্তন করেন।
তিনি বলেন, দেশের ছেলেমেয়েদের মেধার
অনুসন্ধান ও বিকাশে সহায়তার প্রত্যঙ্গ জাতীয়
টেলিভিশন স্কুল বিতর্ক প্রতিযোগিতার প্রবর্তন করা
হয়। বেগম খালেদা জিয়া বলেন, স্কুল বিতর্ক
প্রতিযোগিতা এমন জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে এবং এটা
ছেলেমেয়েদের মধ্যে ব্যাপক প্রভাব সৃষ্টি করেছে।
তিনি বলেন, বিতর্ক প্রতিযোগিতা একটি
প্রশংসনীয় বিষয়। এখানে শক্তি প্রদর্শন করে এবং
নিজদের মতামতের সঙ্গে যুক্তি প্রদর্শন করে।

প্রধানমন্ত্রী
(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

সহায়তা করে।
প্রধানমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধুর যুক্তি ও
তথ্য লাখ লাখ শিক্ষার্থীর জ্ঞানের দিগন্ত
প্রসারিত সহায়তা করে।
এ প্রসঙ্গে উইনস্টন চার্চিল, হেরাল্ড
উইলসন, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী
এবং মার্গারেট থ্যাচারের নাম উল্লেখ
করে তিনি বলেন, এই মহান ব্যক্তিত্ব
বিখ্যাত বাগ্মী হিসাবে সুপরিচিত ছিলেন
এবং তারা প্রত্যেকে তাদের ছাত্রজীবনে
বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছেন।
বেগম খালেদা জিয়া বলেন, বাংলা-
দেশেও বিখ্যাত বঙ্গবন্ধুর নাম উল্লেখ
করা যেতে পারে। তারা এখন রাজ-
নীতিবিদ, শিক্ষাবিদ, প্রশাসক, চিকিৎ-
সক, প্রকৌশলী এবং সাংবাদিক হিসাবে
জাতিগঠনমূলক কাজে নিয়োজিত
রয়েছেন।
সমাজে বিতর্ক চর্চার প্রয়োজনীয়তার
ওপর গুরুত্বারোপ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন,
এইভাবে ভাবাবেগের জায়গায় যুক্তি
স্থাপন করা যায়।
বেগম খালেদা জিয়া জীবনে সাফল্য
অর্জনের লক্ষ্যে অধ্যয়ন এবং শিক্ষক ও
অভিভাবকদের উপদেশ শ্রবণ করার জন্য
ছাত্র-ছাত্রীদের উপদেশ দেন।
অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্যায়ে বিজয়ীদের
মধ্যে এক প্রাণবন্ত বিতর্ক প্রতিযোগিতা
অনুষ্ঠিত হয়।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সে-
লর অধ্যাপক এমাজউদ্দিন আহমেদ
বিতর্ক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন।